৩০/৭/২০০৭

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ......

নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

তত্ত্বাবধায়ক আমলে ৩টি মেডিকেলসহ ৭ প্রতিষ্ঠান বন্ধ, দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট চলছে

রাশিদুল হাসান : বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষে বর্তমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি মেডিকেল কলেজসহ ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধর্মঘট ডাকা হয়েছে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার ক্যাম্পাস এবং হল দখলের লড়াই প্রকট হওয়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন এখন হুমকির মুখে।

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকায় কার্যত অচল হয়ে পড়েছে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে অনেক জায়গায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষণা করেছেন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের অস্থিরতা চলতেই থাকবে। বিগত '৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে কোন্দল এবং যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল।

গত ১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো ক্যাম্পাস এবং হল দখল প্রশ্নে এখন মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা সর্বদা শঙ্কার মধ্যে রয়েছে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে আরো শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য ছাত্র সংগঠনগুলোও অস্ত্র এবং লোকবল জড়ো করতে থাকে।

১৫ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ক্যাম্পাসের অবস্থা ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

● প্রথম পাতার পর অস্থিতিশীল হতে শুরু করে। ছাত্রদল তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এতোদিন ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করলেও কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিতে বর্তমানে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ২৯ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘটের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। সকল বর্ষের পরীক্ষা চলাকালীন এই ধর্মঘটের কারণে নতুন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হতে পারে এ আশঙ্কা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। গত বুধবার কলেজের ফজলে রাব্বী হলে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ ঘটনায় হলের একাধিক কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

বরিশাল মেডিকেল কলেজেও ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কায় কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এবং রাজশাহী বিআইটিও একই কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ক্যাম্পাস দখল নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নেন। গত ১৬ জুলাই রাজশাহী মেডিকেল এবং ১৫ জুলাই রাজশাহী বিআইটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ কর্তৃক তাদের মিছিলে হামলার প্রতিবাদে ছাত্রদল গত ২৫ জুলাই থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেয়। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, ৬ দিন টানা ধর্মঘট চলার পর ছাত্রদল ধর্মঘট প্রত্যাহার করায় আজ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে এক থেকে দেড় বছরের সেশন জট আছে বলে জানা যায়।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে হলে হলে সহাবস্থানের দাবিতে। ছাত্রদল ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের প্রতি আলটিমেটাম দিয়েছিল। গতকাল আলটিমেটামের শেষ দিনে তারা আগামীকাল এবং পরশু ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বন্ধ থাকায় ছাত্রলীগ এবং শিবির ও ছাত্রদলের মধ্যে বড়ো ধরনের কোনো সংঘর্ষ না হলেও আগামীকাল খোলার পর পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হলের মধ্যে বর্তমানে ছাত্র শিবির এবং ছাত্রলীগ ৩টি করে হল নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। সোহরাওয়ার্দী, আলাওল এবং এফ রহমান হলগুলো ছাত্র শিবিরের দখলে এবং শাহ আমানত, শাহজালাল এবং রব হল ছাত্রলীগের দখলে। হল নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে কয়েক সপ্তাহ আগে ছাত্রলীগ এবং ছাত্র শিবিরের মধ্যে কয়েক দফা বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদল শক্তির মহড়া প্রদর্শনের জন্য মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। প্রতি রাতে হলে হলে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। উভয় ছাত্র সংগঠনই বিভিন্ন হলে বহিরাগতদের রেখে নিজেদের শক্তির শো-ডাউন করছে।

ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের মধ্যে কয়েকদফা সংঘর্ষের পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকা কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে বরিশাল বিএম কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ এবং হাজী মোঃ মহসীন কলেজ।

ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকায় এই সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৫ জুলাইয়ের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক আহত হয়েছে। এর মধ্যে গুলিতে আহত হয়েছে অনেকে।